দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 28 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা সম্পর্কে গবেষণামূলক সমীক্ষা

বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি দেশ থেকেই পিছিয়ে

খায়রুল আনোয়ার

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি দেশ থেকেই পিছিয়ে রয়েছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে। শিক্ষাঙ্গন এখনও সন্ত্রাসমুক্ত নয়। সেশনজটের অভিশাপও কাটিয়ে উঠতে পারেনি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এ কারণে দেশের প্রায় লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবেশী একটি দেশ এবং পশ্চিমের অন্যান্য দেশের উচ্চ শিক্ষালয়ে লেখাপড়া করছে।

এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশই শিক্ষা বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ করছে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। অথচ বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাখাত শিক্ষা বাজেটের মাত্র ৪০ শতাংশের মতো পেয়ে থাকে। উচ্চ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বেশি থাকলেও দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক চাহিদা মেটাতে বর্তমানের উচ্চ শিক্ষা মোটেই উপযোগী নয়।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) সাম্প্রতিক এক গবেষণা সমীক্ষায় এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। 'উন্নয়নে শিক্ষার অবদান ঃ বাংলাদেশের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষনীয়' শীর্ষক এই সমীক্ষা তৈরি করেছেন বিআইডিএস-এর সিনিয়র গবেষণা ফেলো অতিউর রহমান। সমীক্ষায় দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রসঙ্গে বলা হয়, রাজনৈতিক সঙ্কট সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কা ঠিকই তার শিশুদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। ভারত, পাকিস্তান ও নেপালে গত ২৫ বছরে সাক্ষরতার হার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ এ সময়ের মধ্যে সাক্ষরতা অর্জনে তেমন সাফল্য দেখাতে পারেনি। ১৯৬০ থেকে '৮৫ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ২২ থেকে বেড়ে ৩২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। গত বছর পর্যন্ত সাক্ষরতার হার একই রয়ে গেছে। অথচ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে। যেখানে ১৯৬০ সালে ইন্দোনেশিয়ায় বয়স্ক সাক্ষরতার হার ছিল ৩৯ শতাংশ, সেই হার বৃদ্ধি পেয়ে এখন দ্বিগুণ হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি ১০০ ভাগ সফলতা অর্জন করেছে। থাইল্যান্ডের অর্জনও ভাল- ৯১ শতাংশ।

সমীক্ষায় বিশ্বব্যাংক রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শিক্ষাকে সামাজিক সচলতার ও কর্মক্ষেত্রে উন্নয়নের বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথমে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করে তারপরে এসব দেশ দ্রুত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের দিকে নজর দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় সফল হওয়ার ফলেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্রমিকদের দক্ষতা বেড়েছে এবং সে জন্য এসব দেশের রফতানি আয় বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমীক্ষায় বলা হয়, শুধু বেশি বেশি অর্থ ব্যয় করলেই শিক্ষার উন্নয়ন ঘটেনা, কিভাবে শিক্ষাখাতে খরচ করা হয় সে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ তার শিক্ষা বাজেটের ৪৩ শতাংশ ব্যয় করে উচ্চ শিক্ষাখাতে।

দক্ষিণ কোরিয়া এ ক্ষেত্রে ব্যয় করে মাত্র ১০ শতাংশ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সিঙ্গাপুর সবচেয়ে বেশি ব্যয় করে উচ্চ শিক্ষাখাতে, তাও মাত্র ৩০ শতাংশ। এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশেই শিক্ষা বাজেটের সিংহভাগ যায় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। ইন্দোনেশিয়া শিক্ষা বাজেটের ৮৯ শতাংশ ও দক্ষিণ কোরিয়া ৮৪ শতাংশ প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। আর বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাখাত তার বাজেটের মাত্র ৪০ শতাংশ পেয়ে থাকে। অবশ্য অভিসম্প্রতি এই বরাদ্দ বাড়তে শুরু করেছে। তারপরেও বাংলাদেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি দেশ থেকেই প্রাথমিক শিক্ষায় পিছিয়ে আছে।

বিআইডিএস-এর সমীক্ষায় বলা হয়েছে, সবচেয়ে কম 'রেট অব রিটার্ন' (৭ শতাংশ) থাকা সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষাখাতেই বাংলাদেশে বরাদ্দ বেশি। দক্ষিণ কোরিয়া প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বছরে ব্যয় করে ৩৯০ ডলার, আর বাংলাদেশ এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী পিছু ব্যয় করে মাত্র ১২ ডলার। বাংলাদেশে একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র যে পরিমাণ সরকারী ভর্তুকি পায় তার ২ শতাংশও পায় না একজন প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্র। বাংলাদেশের বাজেটে শিক্ষাখাতের জন্য বরাদ্দ যা থাকে তা মূলত শিক্ষকদের বেতন ও অবকাঠামো খাতেই ব্যয় হয়। শিক্ষা বাজেটের ৩৬ শতাংশ ব্যয় হয় অবকাঠামো খাতে, ৪৫ শতাংশ ব্যয় হয় শিক্ষকদের বেতন বাবদ। মাত্র এক শতাংশ ব্যয় হয় শিক্ষাসূচী প্রণয়ন ও উন্নয়নের জন্য। আবার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যা বাজেট বরাদ্দ থাকে তা পুরোপুরি খরচ করা যায় না। এডিপিতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যা বরাদ্দ করা হয় তার ৬২ শতাংশ খরচ করা হয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে হয় উল্টো। এক্ষেত্রে বরাদ্দের চেয়ে বেশি খরচ করতে দেখা যায়।

কয়েকটি গবেষণা ও জরিপের উদ্ধৃতি দিয়ে আতিউর রহমান তাঁর সমীক্ষায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা উন্নয়নের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক চাহিদা মেটাতে বর্তমানের উচ্চ শিক্ষা সক্ষম নয়। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার ৩৮৮ জন প্রতিনিধির ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, জরিপের উত্তরদাতাদের শতকরা ৯০ ভাগই বলেছেন, বর্তমানে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত স্নাতকরা তাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নন। উদ্যোক্তারা মূলত ব্যবস্থাপনা প্রশাসন ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে থাকেন। সমীক্ষায় আরও উল্লেখ করা হয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শিক্ষাকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মৌলিক শিক্ষার ভার রাষ্ট্রই বহন করেছে। এতে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সকলের জন্যই বেড়েছে। ফলে সমাজে আয়ের বৈষম্য কমানো সম্ভব হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার চাহিদা রাষ্ট্র তৈরি করেছে আর ব্যক্তিমালিকানাধীন খাত সেই চাহিদা পূরণে এগিয়ে এসেছে। চীন ও ভিয়েতনাম ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক পদ্ধতিতে থাকলেও প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে একই ধরনের রাষ্ট্রীয় মদদ নিশ্চিত করেছে। দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় এ পৃষ্ঠপোষকতা খুবই কাজে লেগেছে।

পরিবর্তিত এই বিশ্ববাণিজ্যে দু'টি দেশই আজ অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থানে থাকতে পারছে। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে উচ্চ শিক্ষায় সম্পদ ঢেলেছে। এতে করে একদিকে আয়ের বৈষম্য বেড়েছে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। কেননা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাখাতে বরাবরই অর্থ বরাদ্দ কম হয়েছে। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রযুক্তি নির্ভর মাধ্যমিক শিক্ষার অভাবে বাংলাদেশের শ্রমশক্তির উৎপাদনশীলতা কম। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ব বাণিজ্যে তাই বাংলাদেশের অবস্থান কিছুতেই সুদৃঢ় হতে পারছে না।

বর্তমান সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নে জোর দিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষাকে সহজলভ্য ও জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী কার্যকর করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সর্বোপরি সরকারী বাজেটে শিক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রাখা হচ্ছে।